জিস্‌কো শায়াঁহে আর্‌শে খোদা পর জুলুছ
হে উয়হ্‌ সুলতানে ওয়ালা হামারা নবী (ﷺ)

-ইমাম আহমদ রেজা (রহ.)

রবিউল আউয়াল
১ম সংখ্যা, ১৪৩১ হিজরী

আল্‌-ইহসান

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

ঈদে মিলাদুন্নবী (ﷺ) ঃ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায়
কৃত-হযরত আল্লামা হাফেজ আশরাফুজ্জামান আলকাদেরী
মুহাদ্দিস-জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া

প্রকাশনায় ঃ আল্‌ ইহসান প্রকাশনী

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

"আল-ইহসান"
সম্পাদকীয়

প্রকাশকাল - ১২ রবিউল আউয়াল, ১৪৩১ হিজরি প্রথম বর্ষ, রবিউল আউয়াল সংখ্যা

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু করুনাময়

নিখিল বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও অদ্বিতীয় প্রতিপালক মহান আল্লাহপাকের প্রতি সর্বময় প্রশংসা ও প্রশস্তিমালা, অসংখ্য ও অজস্র দরূদ ও সালাম নুরনবী, হায়াতুন্নবী, রাহমাতুল্লিল আলামীন, সরকারে দোআলম, সরওয়ারে কায়েনাত, আকা ও মাওলা সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি জ্ঞাপন করছি।

মহান আল্লাহর দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া যাঁর অশেষ মেহেরবাণীতে আমরা ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ভিত্তিতে পবিত্র মাহে রবিউল আউয়ালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সেরা ঈদ তথা আনন্দ উৎসব পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপলক্ষে প্রগতিশীল মেধাবী মুখদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার সার্থক প্রতিফলন "আল-ইহসান" ম্যাগাজিন এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। ব্যতিক্রমধর্মী ও বাস্তবমুখী হিসেবে সীমাবদ্ধ মানসিকতার বিপরীতে নতুন ধারা সৃষ্টির প্রয়াসে "আল-ইহসান" এর আত্মপ্রকাশ। ভিন্ন ধারার প্রকাশনা উপহার দেয়াই "আল-ইহসান" এর চূড়ান্ত লক্ষ্য।

কালের পরিক্রমায়, সময়ের আবর্তনে অনেক কিছু আমরা পেয়েছি। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ও সর্বপ্রিয় প্রাপ্তির মধ্যে আমাদের সেরা প্রাপ্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র মিলাদ শরীফ। যিনি নশ্বর এ পৃথিবীতে শুভাগমন না করলে আমরা কেউই সৎপথ অনুসরণের পদ্ধতি জানতে পারতাম না, যাঁর উসিলায় কুল-কায়েনাত আল্লাহ সৃজন করেছেন সে মহান হাযির-নাযির নবীজির পবিত্র মিলাদ শরীফ পালন ও খুশি উদযাপন মুসলমানদের আবশ্যকীয় কর্তব্য। অথচ বর্তমানে এক শ্রেণীর বকধার্মিক, ধর্মের অপব্যাখ্যাকারী, নবীপ্রেমিক বিদ্বেষী, মুনাফিক আকিদার বাস্তব প্রতিচ্ছবি, অন্তরে কুটিলতা ধারণকারী, বাতিলের কুচক্রি ধারায় সু-প্রসিদ্ধ কিছু মতবাদী তথা দেওবন্দী, ওহাবী, তাবলীগী, মওদুদী, রাফেযী কাদিয়ানীসহ আরো অনেকে প্রিয়নবীজির "মিলাদ" অস্বীকার করতে চায়। অথচ তারা আবার নবীজির শাফায়াত ও লাভের প্রত্যাশী। যেখানে স্বয়ং আল্লাহপাক তাঁর ফিরিশতাদের নিয়ে আরশে আজীমে প্রিয় নবীজির মিলাদ শরীফ উদযাপন করেন, সেখানে এ সমস্ত অজ্ঞ ও প্রতারকদের কথায় বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মুসলমানের কর্ণপাত করা কতুটুকু যুক্তিসম্মত!

সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী অত্যন্ত তাৎপর্য সহকারে পালন করেছেন। তাই বিবেকবান যারা তাদের উচিত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র মিলাদ গুরুত্ব সহকারে ও সুনিপুনভাবে পালন করা। আল্লাহপাক আমাদের সকলকে ঈদে মিলাদুন্নবী পালনের তৌফিক দিন।

("আমিন" বেহুরমাতি সাইয়েদিল মুরসালীন)

শুভেচ্ছা মূল্য = ১৫ টাকা

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) ঃ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায়

কৃত হযরত আল্লামা হাফেজ মাওলানা আশরাফুজ্জামান আল-কাদেরী

মুহাদ্দিছ , জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা ।

বৈচিত্রময় এ বিশাল সৃষ্টি জগতের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত সংযোজন মানুষ বা ইনসান । সময়ের গতি ধারায় এমন এক পরিস্থিতি ও বিরাজিতে ছিল যখন আরশ কুর্সী লওহ কলম আসমান জমিন চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র গাছপালা নদী নালা তরুলতা জ্বীন ফেরেস্তা পশু পাখী কীটপতঙ্গ সবই ছিল -ছিল না - কেবল ইনসান । هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا (১) অর্থাৎ মানুষের জন্য এমন সময় অতিক্রান্ত হয়েছে যাতে সে কোন উল্লেখ যোগ্য বা পরিচিত বস্তু ছিল না । ধরা পৃষ্ঠে পদার্পনকারী প্রথম মানব আবুল বশর (মানবপিতা) হযরত আদম (আঃ) কে" নবুয়ত" এবং "খলিফাতুল্লাহ আলাল আরদ" এবং মহান মর্যাদা নিয়ে পাঠানোর কারণে তাকে জাগতিক সকল বস্তুর নাম জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ।আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا অর্থ এবং আল্লাহ তায়ালা আদম (আঃ) কে জাগতিক সকল বস্তুর নাম শিখিয়ে দিয়েছেন। হযরত আদম (আঃ) মহান আল্লাহর নির্দেশে স্বস্ত্রিক জান্নাতে অবস্থান করছিলেন । জান্নাতে অজস্র নেয়ামত আসুদা হয়ে খাওয়ার অনুমতি থাকলে ও একটি নির্দিষ্ঠ গাছের ব্যপারে নিষেধাজ্ঞা ছিল। ইবলিসের মিষ্ট কথায় ভূলে তিনি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেলেন। আল্লাহ পাকের হুকুমে বেহেস্ত থেকে জমীনে আসলেন। লজ্জিত হলেন। কাঁদলেন অঝোর নয়নে। দয়ালু আল্লাহর নিকট হতে ক্ষমা প্রার্থনার ভাষা লাভ করলেন। فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (৩৭) অর্থাৎ অতঃপর আদম তার প্রতিপালক হতে কিছু বানী প্রাপ্ত হলেন। আল্লাহ তার প্রতি হলেন ক্ষমা পরবশ। নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। খোদা প্রদত্ব এ বাণী সম্পর্কে তাফসীর কারকদের কেউ কেউ বলেন যে, এটা তার অপরাধের স্বীকারোক্তি মূলক رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (২৩) এ বাক্যটি ছিল। সুপ্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ "রুহুল মাআনী" প্রণেতা আল্লামা মাহমুদ আলূসী বাগদাদী (রাঃ) ফরমায়িছেন قيل راى مكتوب باعلي ساق العرش محمد رسول الله فاستشفع به অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) আরশের পায়-গুলোতে "মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ" লিপিবদ্ধ দেখলেন তখন যে পবিত্র নাম মোবারকের উসীলা নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ বায়হাকী ও তিবরানী শরীফ সীরাত গ্রন্থ মাওয়াহেবে লুদুনিয়ার শরাহ জুরকানী শরীফে এবং তাফসীরে দুররে মনসুর ও মুসতাদরাকে হাকেম গ্রন্থে আমীরুল মুমেনীন হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হুজুর রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন আদম (আঃ) ভুলের শিকার হলেন- ফরিয়াদ করলেন, পরওয়ারদিগার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উসিলায় আমায় ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ পাক বললেন আদম! তুমি মুহাম্মদকে কি করে চিনলে? আরজ করলেন মাবুদ তুমি আমায় সৃজনে করে যখন রুহ দান করলে তখন মাথা তুলে উপরের দিকে আরশের পায়াগুলোতে লিখা দেখলাম لا اله الا الله محمد رسول الله বুঝতে পারলাম সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া কারো নাম এভাবে নিজ নামের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারনা।

আল্লাহ পাক বললেন হ্যাঁ তুমি সত্য বলেছ। তা উসিলা নেয়ায় তোমায় ক্ষমা করে দিয়েছি। আর জেনে রেখ "মুহাম্মদ" (এর সৃজন) না হলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না। এবং এও বললেন হে আদম যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওয়াসিলায় সমগ্র আসমান জমীন বাসীর জন্য ক্ষমা চাইতে আমি সবাইকে ক্ষমা করে দিতাম। (যুরকানী)। এতে সুনিশ্চিতরূপে প্রতিয়মান হয় যে, হুজুর রাসুল মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সৃষ্টি প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) এর সৃষ্টির পূর্বে হয়েছে। কতপূর্বে তা নিরূপন করতে হলে এতদ সম্পর্কিয় হাদীস পাকগুলো ও পবিত্র কোরআনে করীমার আয়াতগুলোর নির্যাস এই যে, হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পবিত্র সত্তার অস্থিত্ব সৃষ্টিরুপে কেবল ইনসান তথা আদমের পূর্বে নয় বরং সমগ্র সৃষ্টিকুলের পূর্বে ছিল। স্রষ্টা হিসেবে সমস্ত সৃষ্টিই মহান আল্লাহর সামনে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আত্মসমর্পিত وله اسلم من في السموات والارض طوعا وكرها (আর আসমানে জমিনে যা কিছুই রয়েছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা, অনিচ্ছায় তারই নিকট আত্মসমর্পন করেছে।) বরং ছরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পবিত্র আত্মাকে সমগ্র সৃষ্টিকূলের জন্য "রাহমাত" বলা হয়েছে। অতএব বস্তুর সৃজনের পূর্বেই যে "রাহমাত" অস্থিত্বময় ও বিদ্যমান থাকবে এটা অস্বীকার করবে কে? হযরত আদম (আঃ) এর সৃজন ও মার্জনা লাভের কারণ হচ্ছেন - হুজুর রাহমাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এমন কি সকল নবী রাসুলদের নবুওয়াত লাভ এবং তা অক্ষুন্ন রাখার পূর্বশর্ত ও হচ্ছে হুজুর খাতামুন্নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পৃথিবীতে শুভাগমন তথা তার মীলাদে পাক সম্পর্কে আপন জাতি বা জগদ্বাসীর সামনে আলোচনা করা ও ঘোষনা দেয়া। এ যারপরনাই সংক্ষিপ্ত সার আলোচনার আলোকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, হুজুর রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার শুভাগমনে আনন্দিত হওয়া, সে সম্পর্কে আলোচনা করা এক কথায় "ঈদে মিলাদুন্নবী" উদযাপন করা ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার সোবহে সাদেকের সোনালী মুহুর্তে মীলাদে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পূর্বাপর সকল মানবজাতি তথা সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্য নৈতিক দায়িত্ব এমনকি জগদ্বাসীর জন্যে হেদায়াতের মুর্তমান প্রতীক আম্বিয়ায়ে কেরামের উপর তা ছিল ফরজ- অপরিহার্য কর্তব্য। পূর্বাপরের পার্থক্য কেবল মা-যী মুস্তাকবিল মানে ভবিষ্যৎকাল ও অতীতকালের। অতএব "ঈদে মিলাদুন্নবী" ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় এ পর্যায়ে আলোচনা কেবল মীলাদে পাক পরবর্তী যুগ নয় বরং তৎপূর্ববর্তী এবং সৃষ্টির উষালগ্ন পর্যন্ত এ সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যপৃত। হ্যাঁ এ ব্যাপারে পরবর্তী সময়ের জন্য প্রামাণ্য, কিতাবাদী, ইতিহাস গ্রন্থ ও সীরাতগ্রন্থ এবং পূর্ববর্তী সময়ের জন্য সর্বাধিক ও একমাত্র নির্ভরযোগ্য পবিত্র কোরআন মজীদ ও প্রিয় নবীর অসংখ্যা বানীগুলোই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। আসুন এ পর্যায়ে যৎকিঞ্চিত আলোচনা করে দেখি। আমরা জানি, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তাওহীদ বা একত্ববাদ ও তার অসীম কুদরতের অকাট্য প্রমাণ ও প্রকাশার্থেই প্রিয় নবীর সৃজন। তাই তার শুভাগমন বা ঈদে মিলাদুন্নবীর আলোচনা স্বয়ং আল্লাহ জাল্লাশানুহু যে অনুপম পদ্ধতি সাবলিল ভাষা শৈলী ও বিস্তারিত ভাবে করেছেন তা সত্যিই ঈর্ষণীয়। আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমালেন محمد رسول الله অর্থাৎ হযরহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল মানে তাকে আল্লাহ তাআলাই প্রেরণ করেছেন। অর্থাৎ হে জগদ্বাসী, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন স্বঘোষিত ভন্ড নবী রাসুল নন। একজন বরহক ও সত্য রাসুল হয়েই আমার পক্ষ থেকেই তিনি শুভাগমন করেছেন।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

ছোবহানাল্লাহ! কত সংক্ষিপ্ত অথচ বলিষ্ঠ ভাষায় প্রিয় নবীর শুভাগমনের ঘোষনা ও ঈদে মিলাদুন্নবীর আলোচনা করা হল। বলা বাহুল্য ঈদে মিলাদুন্নবী এ স্বীকারোক্তি ঈমানের অন্যতম প্রধান অংশ। তাই ইহা ঈমানের সর্বোচ্ছ বাণী-কালিমা এ তায়্যেবায় সংযোজিত। এ ছাড়া ও আরও বিভি ন্ন আয়াতে করিমায় প্রিয় নবীর শুভাগমন বার্তা বিঘোষিত হয়েছে। যেমন ঃ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (١٦٤) "আল্লাহ তাআলা অবশ্যই মুমিনদের প্রতি তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট রাসুল প্রেরণ করে এক মহান অনুগ্রহ করেছেন, যিনি তাদের সামনে তাঁর আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করেন এবং তাদের পরিশুদ্ধ করেন আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষাদেন। যদিও তারা পূর্বে সুস্পষ্ট গোমরাহীতেই ছিল। يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (١٧٤) "হে মানবকুল , নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমান (নবীকুল সম্রাট) এসেছেন এবং আমি তোমাদের প্রতি উজ্জল আলো (পবিত্র কোরআন) অবতীর্ণ করেছি। قد جاءكم من الله نور নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহান নূর এসেছে। هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٣٣) আল্লাহ পাক যে মহান সত্বা যিনি আপন রাসুল কে পথ নির্দেশ ও সত্য দীন সহকারে অপর সমস্ত দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করার জন্য প্রেরণ করেছেন। যদিও মুশরীকরা তা পছন্দ করে না। لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨) নিশ্চয় তোমাদের নিকট তাশরীফ এনেছেন তোমাদের মধ্য হতে ঐ রাসুল যাঁর নিকট তোমাদের বিপদগ্রস্থ হওয়া, কষ্টদায়ক, তোমাদের কল্যাণ অতিমাত্রায় কামনাকারী, মুসলমানদের প্রতি পূর্ণ দয়ালু। এভাবে আরও বহু আয়াতে পাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঈদে মিলাদুন্নবী তথা প্রিয় নবীর শুভাগমন বার্তা আলোচনা করেছেন।

পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম ও ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) ঃ। সুপ্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন, মুহাদ্দিস, আল্লামা মুহাম্মদ বিন আব্দুল বাকী (রাঃ) "যুরকানী আলাল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়্যাহ" গ্রন্থে জালীলুল কদর সাহাবী হযরত কা'ব আহবার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন- হযরত আদম (আঃ) তাঁর যুযোগ্য সন্তান হযরত সীচ (আঃ) কে উদ্দেশ্য করে বললেন, প্রিয় বৎস! নবুওয়াতের দায়িত্ব নিয়ে আমার পরেই তুমিই আমার প্রতিনিধিত্ব করবে। এ দায়িত্বকে খোদাভীতি ও দৃঢ়তার সাথে পালন কর। আর যখনই আল্লাহর স্বরণ করবে সাথে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও স্বরণ করবে। কারণ আমি তার পবিত্র ও বরকতময় নামখানা আরশে মু'আল্লাহর পায়াসমূহে লিপিবদ্ধ দেখেছি। অথচ তখনও আমি মাটি আর রুহের মাঝখানে ছিলাম। অর্থাৎ আমার কায়ার তখন ও প্রানের সঞ্চার হয়নি। অতঃপর আমি আকাশ মন্ডলী পরিভ্রমন করেছি তাতে তাঁর পবিত্র নামাঙ্কন ছাড়া কোন জায়গা দেখতে পাইনি। পরওয়ারদিগার আমাকে বেহেস্তে রাখলেন। আমি জান্নাতের সুরম্য প্রাসাদ ও সুসজ্জিত কামরা সমূহের সর্বত্র তাঁর বরকতময় নাম লিপিবদ্ধ দেখেছি। বেহেস্তের হুর গেলমানের কক্ষস্থলে, বৃক্ষরাজির পাতায় পাতায় তুবা ও সিদরাতুল মোন্তাহা বৃক্ষের পত্র সমূহে, পর্দা সমূহের প্রান্তদেশে ফেরেশতাকুলের চোখের পাতায় তার পবিত্র নামের নকশা প্রত্যক্ষ করেছি। অতএব বেশী বেশী তাঁকে স্বরণ কর যেহেতু ফেরেশতাবান প্রতি মুহুর্তেই তাকে

স্মরণ করে চলেছে। আব্দুল আম্বিয়া হযরত ইব্যাহিম খলীলুল্লাহ (আঃ) হযরত ইসমাঈল জবীহুল্লাহ আলাইহিস সালাম এর বংশধরদের অনুকূলে প্রার্থনা করতে গিয়ে বলেন رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٢٩) অর্থাৎ হে মোদের প্রতিপালক, তাদেরই মধ্য হতে তাদের নিকট একজন রাসুল প্রেরণ কর যিনি তোমার কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে অতিমাত্রায় পবিত্র করবেন। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। এখানে সর্বসম্মত মত হচ্ছে এ প্রার্থনা হুজুর পুর সুর সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শুভাগমনের জন্য ও এতে তৎপ্রতিই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। সুপ্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ রুহুল বায়ান শরীফে আল্লামা ইছমাইল হক্কী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন , হযরত সায়্যেদুনা সোলায়মান আলাইহিস সালাম এক সময় তার সমসাময়িক অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং ওলামায়ে এজাম ও জ্বিন ইনসানের বিশাল কাফেলা নিয়ে পৃথিবী পরিভ্রমন করছিলেন। হঠাৎ এক জায়গায় এসে তখত সহ নিচে জমীনে অবতরণ করলেন এবং সবাইকে কিছুদুর পদব্রজে খালি পায়ে যেতে বললেন। নির্দেশমত সবাই একটি নির্দিষ্ট এলাকা অতিক্রম করার পর পুনরায় আকাশ পথে ওড়তে চাইলে উপস্থিত একজন আরজ করলেন হুজুর এ স্থান এভাবে অতিক্রম করার কারণ কি? এরশান করলেন, এ এলাকার সম্মানার্থে, আর তার কারণ এইযে, এই অনাবাদি জায়গাটি একদিন আবাদ এবং সুন্দর শহরে পরিণত হবে। এর নাম হবে মদিনাতুল মুনাওয়ারাহ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর শেষ সময় এখানেই অতিবাহিত হবে। তাঁর বরকতময় মাযার ও সমগ্র সৃষ্টিকূলের জিয়ারতগাহ হবে এ স্থান । মানুষ তার কাছে প্রিয় নবীর নাম পরিচিতি এবং সময় জানতে চাইলে তিনি বললেন, তার নাম আহমদ এবং মুহাম্মদ হবে। তিনি আনুমানিক এক হাজার বছর পরে তাশরীফ আনবেন। এছাড়াও তিনি বিস্তারিত গুণাবলীর বর্ণনা দিলেন। এসব শুনে তুব্বা নামক এক সাহাবী প্রিয় নবীর সাক্ষাৎ প্রত্যাশী হয়ে ঐ স্থানে থাকতে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। এভাবে একজন আশেকে রাসুলের মাধ্যমে আল্লাহ পাক তার মাহবুবের আবাসস্থল কে আবাদ করলেন। জলীলুল কদর পয়গাম্বর সাহেবে শরীয়ত ও কিতাব হযরত ঈসা রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম তো সুস্পষ্ট ভাবেই জাতীর সামনে ঘোষনা দিলেন إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ অর্থাৎ হে আমার জাতী ও উম্মতেরা, আমি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি। আমার পূর্ববর্তী তাওরাত কিতাবের সত্যায়নের জন্য এবং আমার পরে একজন মহান রাসুলের শুভাগমনের সুসংবাদ প্রদানকারী হিসেবে যার পবিত্র ও বরকতময় নাম হবে আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এভাবে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও পার্সীক ধর্মসহ সকল আদি ধর্মাবতার গণ আপনা আপন অনুসারীদের সামনে প্রিয় নবীর শুব আবির্ভাব সম্পর্কে যে আলোচনা ঘোষনা ও ভবিষ্যৎ বাণী গুলো পেশ করে গেছেন তার নাতীদীর্ঘ বর্ণনা বাংলার মুসলমান ও বাংলা সাহিত্যের গৌরব শ্রদ্ধেয় কবি গোলাম মোস্তফা রচিত মহামূল্যবান নবী জীবনী গ্রন্থ "বিশ্বনবী" নামক পুস্তকে অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত হয়েছে। বাংলা ভাষী মুসলমানদের জন্য এক সৌভাগ্যের পরশমনি বললে অত্যুক্তি হবে না। আমরা পূর্বেও বলেছি ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন তথা নবীকুলের সম্রাটের শুভাগমন বার্তা জগদ্বাসীর সামনে পেশ করা পূর্ববর্তী সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের উপর ফরজ ছিল, এ ব্যাপারে পবিত্র কালামে পাকের নিম্মোক্ত আয়াত টি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (سورة آل عمران/٨١) এবং স্মরণ করুন যখন আল্লাহ নবীগনের নিকট থেকে তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন , আমি তোমাদের কে যে কিতাব ও হিকমত প্রদান করবো , অতঃপর তশরীফ আনবেন তোমাদের নিকট রাসুল (অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিনি তোমাদের কিতাব গুলোর সত্যায়ন করবেন এভাবেই যে তাঁর গুণাবলি ও অবস্থাদি তার অনুরূপ হবে যা নবীগনের (আঃ) কিতাব সমূহে বর্ণিত হয়েছে । তখন তোমরা অবশ্যই তাঁকে সাহায্যে করবে '। এরশাদ করলেন তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ সম্পর্কে আমার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করলে ? সবাই আরয করলেন । আমরা সবাই স্বীকার করলাম এবং আমি নিজেই তোমাদের সাক্ষীদের মধ্যে রইলাম বিশ্ব কুল সরদার হুজুর করিম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মীলাদ শরীফ নিজেও বর্ণনা করেছেন । ইমাম বাগাভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটা করেণ " আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট খাতামুন্নাবিয়্যীন শেষ নবী হিসেবেই লিখিত ছিলাম এমতাবস্থায় যখন হযরত আদম আলাইহির সালাম এর পবিত্র গড়নের খামার তৈরী হচ্ছিল । আমি তোমাদের কে আমার প্রাথমিক অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছি - আমি হলাম হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর দোআ, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর সুসংবাদ, আমি আপন মহীয়সী মাতার সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যা তিনি আমার বেলাদতের সময় দেখেছিলেন এবং তার সামনে একটা উজ্জল নূর প্রকাশিত হয়েছিল যার আলোকে সিরিয়ার রাজ প্রাসাদ এবং অট্টালিকা গুলো তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছিল।

প্রিয় নবীর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরামের ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপনঃ

"তানভীর ফী মাওলিদিল বাশীর" গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে একটা হাদিস বর্ণিত হয়েছে عن ابن عباس رضى الله عليه وسلم انه كان يحدث ذات يوم في بيته وقائع ولادته لقوم فيستبشرون ويحمدون الله تعالى ويصلون عليه الصلوة والسلام فاذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال حلت لكم شفاعتي. অর্থাৎ একদিন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তার ঘরে উপস্থিত একদল লোকের সামনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মিলাদে পাক বর্ণনা করছিলেন এবং প্রিয় নবীর শুভাগমন বার্তা শ্রবনে আনন্দ উপভোগ করছিলেন এবং আল্লাহর দরবাওে শোকরিয়া আদায় করতে ছিলেন আর সবাই মিলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি দরুদ সালাম এর হাদিয়া পেশ করছিলেন। এমতাবস্থায় সেখানে সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ আনলেন, তাদের এসব আলোচনা শুনে এরশাদ করলেন তোমাদের জন্য আমার শাফায়াত হালাল হয়ে গেল। এভাবে আরেকটি রেওয়াত যে রাসুলুল কালাম মিন কালামে সায়্যিদিল আনাম ফী বায়ানিল মাওলিদি ওয়াল কিয়াস নামক গ্রন্থে প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। عن ابي الدرداء رضى الله عنه انه مرمع النبي صلى الله عليه وسلم الي بيت عامر الانصاري وكان يعلم وقائع ولادته صلى الله عليه وسلم لا بنائه وعشيرته ويقول هذا اليوم هذا اليوم فقال عليه الصلوة والسلام ان الله فتح لك ابواب الرحمة والملئكة كلهم يستغفرون لك من فعل فعلك يهل بحالك.

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

অর্থাৎ হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আমার একদিন হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাথে হযরত আমের আনছারী (রাঃ) এর ঘরে যাওয়া হল, আমরা দেখলাম যে, তিনি তার পরিবারবর্গ এবং সন্তান সন্ততীদের সরকারের মিলাদে পাক শুনাচ্ছিলেন এবং সেই বারই রবিউল আউয়াল শরীফের সোমবারের দিকেই বিশেষভাবে নির্দেশ করছিলেন। এতদর্শনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এরশাদ করলেন নিশ্চয় তোমাদের জন্য রহমতের দরজা খুলে দিয়েছেন এবং সকল ফেরেস্তা তোমাদের জন্য ইস্তেগফার করছেন। আর শোন, যে বা যারাই তোমাদের মত (মীলাদে পাকের মাহফিল) করবে তারাও তোমাদেরই মত সুপ্রতিদান পাবে।

যুগে যুগে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপনের প্রামাণ্য কথাচিত্রঃ (১) যুগশ্রেষ্ট মুহাদ্দিস ও সমালোচক **আল্লামা ইমাম আব্দুর রহমান ইবনুল জওযী (রাঃ)** "আল - মীলাদুননভী" কিতাবে লিখেছেন لازال اهــل الحرمين الشريفين والمصر والشام وسائر بلادالعرب من المشرق والمغرب يحتفلون بمجلس مولد النبي صلى الله عليه وســلم ويفرحون بقدوم شهر ربيع الاول ويهتمون اهتماما بليغا علي السماع والقرأن لمولد النبي صلى الله عليه وسلم وينــالون بذلك اجرا جزيلا وفــوزا عظيمــا. অর্থাৎ মক্কা মদিনা সহ মিশর, ইয়ামান, শাম তথা প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সকর মুসলমানেরা সর্বযুগে ঈদে মিলাদুন্নবীর পবিত্র মাহফিল উদযাপন করে আসছেন। মাহে রবিউল আউয়াল শরীফের শুভাগমনে আনন্দিত হয়ে বড় গুরুত্বসহকারে মীলাদে পাক পড়া এবং শোনার ব্যবস্থা হয়। এর দ্বারা তারা রাব্বুল আলামীনের দরবার থেকে অজস্র পুরুষ্কার আর মহান স্বার্থকতা অর্জন করে থাকেন।

২। প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা ইমাম নবভী (রাঃ) এর সম্মানিত শায়খ ইমাম আবু শামাই (রাঃ) বলেছেন ঃ الباعث علي انكار البدع والحوارث من هذا القبيل ماكان يفعل بمدينة اربل حيرها الله تعالى كل عام في اليوم الموافق ليوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف واظهار الزنية والسرور فان ذلك مــع مافيــه مــن الاحسان الي الفقراء مشعر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ويعظيمه وحلالته في قلب فاعله وشكرا الله علي ما به من ايجاد رسوله الذي ارسله رحمة للعلمين صلى الله عليــه وســلم. অর্থাৎ আমাদের যুগে ইবরল শহরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহা পূণ্যময় বেলাদতের দিনে যে সদকাহ খয়রাত সাজ সজ্জা ও আনন্দ উদযাপিত হয়ে থাকে তা নিঃসন্দেহে বিদ'আত হাছানার পর্যায়ে পড়ে। কারণ এতে ফকীর, মিসকীনদের খেদমত ছাড়াও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রকাশ পায়। সাথে সাথে মহান আল্লাহর দরবারে রাহমাতুল্লিল আলামীন রুপে প্রিয় নবীর শুভাগমনে কৃতজ্ঞতা ও জ্ঞাপন করা হয়।

৩। শারোহে বুখারী আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ প্রকাশ ইমাম কুস্তলানী (রাঃ) তার যুগশ্রেষ্ট সংকলন المواهب اللدنيه শরীফে বর্ণনা দিয়েছেন لا زال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده عليه الســـلام ويعملــون الـــولائم ويتصدقون في لياليه انواع الصدقات ويطهرون لسروروبزيدون في المبرات ويعتنون بقرأة مولده الكريم ويظهر عليهم مـــن بركاته كل فضل عظيم ومماجرب من خواصه انه امان في ذلك العام وبشرى عاجله بنيل البغية والمراد نصح الله امرأ اتخذ ليالي شهر مولده المبارك اعيادا ليكون اشد علة علي من في تلبه مرض.

অর্থাৎ মাহে রবিউল আউয়াল শরীফ হুজুর পুর নুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বেলাদাত শরীফের মাস হওয়ায় বিশ্ব মুসলিম যুগ যুগ ধরে এর খুশীতে ঝমকপূর্ণ মাহফিল সমূহ উদযাপন করে আসছে। মীলাদে পাকের রাত্রে সদকাহ, খয়রাত বেশী বেশী নেক আমল করা হয়। মাহফিলে সমূহে বেলাদাত পাকের আলোচনার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের রহমত লাভ করা হয়। মাহফীলে মীলাদের এ বরকত পরীক্ষীত, এতে সারা বৎসর নিরাপদে অতিবাহিত হয়। আল্লাহ পাক সেই ব্যক্তির প্রতি ইহসান করুন যিনি ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপনের মাধ্যমে কপট ব্যক্তির অন্তরে দাবানল প্রজ্জলিত করে।

৪। বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আশেকে রাসুল শায়খে মুহাক্কিক আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (রাঃ)স্বীয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ ماثبت بالسنة কিতাবে লিখেছেন لا يزال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده صلى الله عليــه الســلام ويعملون الولائم ويتصدقون في لياليه بانواع الصدقات ويظهرون السروروبزيدون في المبرات ويعتنون بقرأة مولده الكريم. অর্থাৎ সরওয়ারে আলম নুরে মুজাচ্ছাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামার পবিত্র মীলাদে বা সাআদতের মাস রবিউল আউয়ালে শরীফে মাহফিলে মীলাদের আয়োজন , এতে সদকাহ, খায়রাত করা, নেক আমল করা, আনন্দ প্রকাশ করা, এবং মাহফিলে প্রিয় নবীর শুভাগমনের আলোচনা করা বিশ্বের তাবৎ মুসলিম মিল্লাতের নৈমত্তিক কার্যক্রম হিসেবে চলে আসছে।

৫। ইলমে হাদীছের যুগশ্রেষ্ঠ পন্ডিত হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী তার সুবিখ্যাত গ্রন্থ فيوض الحرمين এ বর্ণনা করেছেন وكنت قبل ذلك بمكة المعظمة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ولادتــه والنــاس يصلون علي النبي صلى الله عليه وسلم ويذر ارحاصاته التي ظهرت في ولادته ومشاهده قبل بعثه فرأيت انوارا سطعت ونعة واحدة لاقوال اني ادركتها بصر الجسد ولاقوال ادركتها بحسد الروح فقط والله اعلم كيف كان الامر بين هذا وذلــك فتأملت لتلك الانوار فوجدتها من قبل الملئكة المؤكلين بامثال هده المجالس ورأيت يخالطه انوارا المسلئكة انــوارا الرحمــة. অর্থাৎ ইতি পূর্বে আমি একদা মক্কা মুআজ্জেমার বেলাদতে মোস্তফা দিবসে (১২ই রবিউল আউয়ালে) মিলাদে পাকের এমন এক বরকতময় মাহফিলে উপস্থিত হলাম যেখানে সমবেত লোকেরা শ্রদ্ধাভরে দরুদ সালাম পড়ছিল এবং বেলাদতে পাকের সময় সংঘটিত ঘটনাবলীও জুহুরে নবুওয়াতের পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত অলৌকিক অবস্থাগুলোর আলোচনা চলছিল। হঠাৎ দেখতে পেলাম অজস্র নূর বর্ষণ হচ্ছে। আমার অনুভূতি লোপ পেল। বুঝতে দিলাম না তা কি চোখে দেখছি নাকি অন্তরচক্ষু প্রত্যক্ষ করছি। দেখতে পেলাম এ হচ্ছে এ ধরণের মাহফিলে নিযুক্ত ফেরেস্তাদের নূর। পরন্তু লক্ষ্য করলাম ফেরেস্তাদের সাথে সাথে এতে অবারিত ধারায় রহমত বর্ষিত হচ্ছে। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রাঃ) الدار الثمين নামক কিতাবে তার আব্বাজান যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন হযরত শাহ আবদুর রহিম দেহলভীর (রাঃ) ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ كنت اصفع في ايام المولد طعاما صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يفتح لي سنة من السنين شئ اصنع بــه طعاما فلم اجد الاحمصا مقليا فقسمته بين الناس فرأيته صلى الله عليه وسلم وبين يديه هذه الحمص متبهجا بشاشا.

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

অর্থাৎ আমি প্রতি বৎসরই মিলাদে পাক উদযাপনের সাথে (তাবারুক স্বরূপ) বড় গুরুত্ব সহকারে খানার ব্যবস্থাও করতাম। এক বৎসর কিছু ভূনা চনা ছাড়া আমি আর কিছু ব্যবস্থা করতে পারলাম না। অগত্যা এ চনা গুলোই উপস্থিত লোকের মাঝে পরিবেশন করলাম। ব্যথিত অন্তরে ঘুমিয়েছি। প্রিয় নবীর দীদার হল অত্যন্ত আনন্দিত পরিবেশে সামনে সে চনা গুলো নিয়ে তশরীফ ফরমায়েছেন।

৬। হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাঃ) শামাইনে এমদাদিয়া নামক পুস্তকে লিখেছেন ঃ মিলাদ শরীফ সকল হারামাইন বাসী উদযাপন করে থাকেন। আমাদের জন্য এতটুকু প্রমানই যথেষ্ট। আর রাসুলে পাকের পবিত্র জিকরের মাহফিল মন্দ হয় কি করে। অবশ্য এতে মানুষ যে সব অতিরঞ্জন করছে তা উচিত নয়। তিনি ফয়সালায়ে হাফত মাসআলায় লিখেছেন ঃ আমার তরীক্বা হচ্ছে আমি মীলাদ মাহফিলে শরীক হই বরং প্রতি বৎসর বরকতের জন্য মীলাদ মাহফিল উদযাপন করি এবং ক্বিয়ামের মধ্যে বড়ই আনন্দ ও রুহানী স্বাদ পাই।

৭। শায়খ কুতুবুদ্দীন হানাফী الاعـلام بـاعلام بيـت الله الحـرام নামক কিতাবে রবিউল আউয়াল শরীফে মক্কাবাসীদের কর্মসূচীর বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন "প্রতি বৎসর ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফ রাত্রে চুতুর্দিকের দুরদুরান্ত থেকে ওলামা ফোকাহা ও রাজকীয় কর্মচারী সহ সর্বস্থরের মানুস মসজিদুল হারামে হাজীর হয় এবং রং বেরঙ্গের অসংখ্য প্রদীপ হাতে বিশাল মশাল মিছিল আকারে প্রিয় নবীর বেলাদতে শরীফের স্থানে জমায়েত হত। একজন আলেমেদ্বীন এ সম্পর্কে কিছুক্ষণ আলোচনা করে সবার জন্য দোয়া করতেন। পরে মসজিদে হারামে এসে বাদশাহ সকলের মাঝে তাবারুক বিতরণ করতেন। ঈদে মিলাদুন্নবীর এ মাহফিলে গ্রাম-গঞ্জ, এমনকি জেদ্দা থেকে পর্যন্ত এত লোকের সমাগম হত যে, তিল ধারণের ঠাই হতনা। অনুরুপভাবে ইমাম আল হাফেজ শাখাভী (রাঃ) "সুবুলুল হুদা" গ্রন্থে আল্লামা ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রাঃ) حسن المقصد في عمل المولد في الحادي للفتادى তে ইমাম ইবনে হাজর মক্কী (রাঃ) ফাতোয়া এ হাদীছিয়ায়, মোল্লা আলী আল ক্বারী المورداالراوي মুফতী এনায়তুল্লাহ ফাকুরী (রাঃ) তারীখে 'হাবীবে ইলাহ' ইত্যাদি গ্রন্থে সমূহে সবিস্থারে আলোচনা করেছেন। মোট কথা আজ প্রায় আট নয় শত বৎসরের অধিক কাল পর্যন্ত ওলামায়ে ইসলাম ও আইম্মায়ে এজাম এ পূর্ণময় মাসের রাত্রি সমূহে মাহফিল ও দিনে সদকা খয়রাত করে ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করে আসছেন। এবং একে ঝাক ঝমক ও সৌন্দর্য মন্ডিত করার চেষ্টা করতেন। বর্ণিত আছে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ূবীর ভগ্নিপতি মালিক আবু মোজাফফর সুলতান সাইদ যিনি আট দিরহাম দামের জামা পরিধান করা ও পছন্দ করতেন না, কিন্তু প্রতি বৎসর মক্কা মুকারমার হেরমে পাকে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপরে তাবারুক বিতরণ ও ওলামায়ে কেরামের হাদিয়া প্রদানে লক্ষ লক্ষ দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) অকাতরে ব্যয় করতেন। এটা তখনকার কথা যখন বৈষয়িক ব্যাপারে মানুষ তেমন কোন আনন্দ উদযাপনে অভ্যস্থ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে যেখানে ছেলে সন্তানের জন্মানুষ্ঠান থেকে শুরু করে জাতিয় নেতা, নেত্রী, কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী, বীর কেশরী ইত্যাদির জন্ম মৃত্যু দিবস পালন এমনকি স্বাধীন ভাবে শান্তিতে বসবাস করার মানসে এক টুকরো জমি লাভ করার স্মৃতিকে ধরে রাখার মানসে এত চাকচিক্য এত আড়ম্বর এবং এত অজস্র টাকা পয়সা ব্যয় করা হয়, সেখানে বিশ্বের আপামর মজলুম মানব গোষ্ঠীর ত্রাণকর্তা, পাপী-তাপী জাহান্নামীদের শাফায়াত কারী, উদ্ধারকারী সৃষ্টির মুল

হুজুর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পূণ্যময় শুভাগমন দিবস পালন করা ও সে সম্পর্কে আলোচনা করার বৈধতা যে প্রশ্নাতীত তা দিবাকরের মতই সুস্পষ্ট। এখানে দ্বীন দুনিয়াবী পৃথক করা ও অবান্তর। কারণ এ পৃথকী করণ ইসলাম সমর্থন করেনা। আলোচনার যবনিকা টানতে টানতে অতি সংক্ষেপে একটি সন্দেহের অপনোদন করতে চাই। কিছু মানুষের প্রশ্ন হচ্ছে ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফ ওফাত দিবস বলেও পরিচিত। অত্এব একে শোক দিবস হিসেবে পালন করব না কেন? জবাব হচ্ছে- প্রথমত ঃ ১২ই রবিউল আউয়াল ওফাত দিবস এটা নিশ্চিত নয় বরং বিতর্কিত। এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যমূলক আলোচনা তরজুমানে আহলে সুন্নাত ، সফর সংখ্যা ১৪১৭ হিঃ দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয়তঃ শত শত বৎসর ধরে উম্মতে মুসলিমাহ ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফকে ওফাত দিবস হিসেবে পালন করেন নি বরং ঈদে মিলাদুন্নবী হিসেবে পালন করে এসেছে। একে ওফাত দিবস বলা ومن يشـاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تقولي ونصله جهـنم. মানে সঠিক পথ প্রকাশ হওয়ার পর কেউ যদি রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতিত অন্য পথ অনুসরণ করে তবে সে যে দিকে ফিরে যায় তাকে সে দিকে ই ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে দগ্ধ করব। তৃতীয়তঃ শোক পালন করা হয় হারিয়ে গেলে কিম্বা সম্পর্কচ্ছিন্ন হলে। এখানে ওফাতে নববীর কারণে উম্মত কিছু হারায়নি বা নবীর সাথে উম্মতের সম্পর্ক ও ছিন্ন হয় নি। বরং প্রিয় নবীর ভাষায় حياتي خيرلكم ومماتي خـير لكـم অর্থাৎ আমার হায়াত ও ওফাত দুই তোমাদের কল্যানের জন্য। এর আলোকে হায়াত ও ওফাত উভয়ই উম্মতের জন্য কল্যাণকর। ليس هناك موت ولافوت بل انتقال من حال الي حال অর্থাৎ প্রিয় নবীর বেলায় মৃত্যু ও নেই। উম্মত থেকে বিচ্ছিন্নতা ও নেই। বরঞ্চ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় স্থানান্তর হওয়া মাত্র। চতুর্থতঃ স্বামীর ইন্তেকালে স্ত্রীর চারমাস দশ দিন শোক পালন ছাড়া অন্য কারো ওফাতে তিন দিনের অধিক শোক পালন ইসলামী নিতীমালার পরিপন্থী। এ ব্যাপারে আল্লামা সুয়ূতী তার সুপ্রসিদ্ধ الحادى গ্রন্থে বলেন ঃ وقد امر الشرع بالعقيقة عند الولادة وهى اظهار شكر وفرح بالمولود و لم يأمر عند الموت بذبح للفتاوي ولابغيره بل نهي عن النياحة واظهار الجزع فدلت قواعد الشريعة علي انه يحسن في هذا الشهر اظهار الفرح بولادته صلى الله عليه وسلم دون اظهار الحزن فيه بوفاتـه. অর্থাৎ শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে জন্মের পরে সন্তান লাভের শোকরিয়া স্বরুপ আকীকা করা । মৃত্যুর পর কিছু জবেহ করা বা না করার কোন নির্দেশ শরীয়ত দেয়নি। বরং কোন প্রকার কান্নাকাটি বা হৈ চৈ করতেও নিষেধ করে দিয়েছে। তাই শরীয়তের কানুন এটা প্রমাণ করে যে, এ মাসে প্রিয় নবীর বেলাদতে পাকের জন্য আনন্দ উদযাপন করা উত্তম কাজ।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম ঃ ১২ ই রবিউল আউয়াল

মোহাম্মদ গাউছুল হক রেজভী

"জগৎ জুড়ে জ্বলছিল যবে হাবিয়া জাহান্নাম
স্বর্গ হতে আসলেন নবী লইয়া শান্তির পয়গাম"

বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ পাকের জন্য সকল প্রশংসা ও প্রশান্তি, অসংখ্য ও অজস্র দরূদ ও সালাম হায়াতুন্নবী হযরত রাসূলে পাক সাল্লাহ আলাহি ওয়াসাল্লাম এর নুরানী দরবারে যার উম্মত হবার সৌভাগ্য আমরা অর্জন করেছি,
মহান আল্লাহ পাকের ঘোষণাঃ- (হে নবী দ.) আপনী বলুন! আল্লাহরই অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া এবং সেটারই উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত তা তাদের সমস্ত ধন-দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়! (সূরা ইউনুছ-আয়াত-৫৮)
নবী করিম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুভ আবির্ভাব (বেলাদত শরীফ) ই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় নিয়ামত য অনুগ্রহ, এটা পবিত্র-১২ই রবিউল আউয়াল শরীফেই অর্জিত হয়েছে।
সত্যের মাপকাঠি সাহাবায়ে কেরাম থেকে বিশুদ্ধ পন্থায় বর্ণিত হয়েছে, ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফ বিশ্বনবী, নুরুন্নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র বেলাদতের ই দিন, যেমন-হাফেজ আবু বকর ইবনে আবী শায়বাহ (ওফাত ২৩৫হিজরী) শুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেন ,হযরত আফ্‌ফান থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত সাঈদ ইবনে মিনা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জাবে ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বেলাদত শরীফ ঐতিহাসিক "হস্তি-বাহিনী" (যে বছর আবরাহা তার হস্তি বাহিনী নিয়ে কাবা শরীফ ধংশকরতে এসে নিজে ধংশপ্রাপ্ত হয়েছিল) ১২ই রবিউল আউয়াল সোমাবার হয়েছিল। সূত্রঃ- বুলুগুল আমানী শরহীল ফাত্‌হির রাব্বনী, ২য় খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা এবং আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ২য় খন্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা (বৈরুতে মুদ্রিত)
উক্ত বর্ণনার সনদের মধ্যে প্রথম বর্ণনাকারী হযরত আফ্‌ফান সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন," আফ্‌ফান একজন উচ্চ পর্যায়ের নির্ভরযোগ্য ইমাম, প্রবল স্বরণ শক্তি ও দৃঢ় প্রত্যয় সম্পন্ন ব্যাক্তিত্ব।" (সূত্র খোলাসাতুত তাহযীব, ২৬৮ পৃষ্ঠা)" ২য় বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনে মিনা, তিনি ও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, " (সূত্রঃ খোলাসাহ ১৪৩পৃষ্ঠা এবং তাক্বরীব ১২৬ পৃষ্ঠা) এ দুজন উচ্চ পর্যায়ের ফক্বীহ সাহাবীর বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাদীসে পাকের দুজন সম্মানিত রাবির বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হল, ১২ই রবিউল আউয়াল হচ্ছে আমাদের প্রিয়নবীজির পবিত্র "মিলাদ দিবস" সুতরাং পরবর্তী যুগের কোন ইতিহাস লেখক এর কথা, ধারণা বা অনুমান উক্ত বিশুদ্ধ বর্ণনার মোকাবেলায় দৃষ্টিপাতযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়।
মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছে,মক্কাবাসীরা মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীফের প্রতি ঈদের দিন অপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দিতেন, (আল-মাওয়েদ আররাজী-২৮পৃষ্টা)
শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহললভী বলেছেন- "আমি একবার মক্কা শরীফে মিলাদুন্নবী (দঃ) শরীফের দিনে প্রিয়নবীজির পবিত্র জন্মের স্থানে উপস্থিত ছিলাম। তখন লোকেরা হুযুরের ঐসব মুজিযা বর্ণনা করছিল যেগুলো তাঁর শুভাগমনের পূর্বে ও নবুওয়্যাত প্রকাশের পূর্বে প্রকাশ পেয়েছিল, তখন আমি গভীর ভাবে চিন্তা করে বুঝতে পারলাম যে, ঐ "নূর" (জ্যোতি) হচ্ছে ঐসব ফেরেশতারই, যাঁদের এমন মাহফিল (মিলাদ শরীফ) এর জন্য নিয়োজিত রাখা হয়েছে, অনুরূপ ভাবে আমি দেখেছি " রহমতের নূর" ও ফিরিশতাদের নূর" সেখানে মিলিত হয়েছে। (সূত্রঃ- ফুয়ুজুল হেরামাঈন আরবি ৮০ও ৮১ পৃষ্ঠা)
শীর্ষস্থানীয় দেওবন্দী পীর হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রঃ) বলেন "মওলেদ শরী (মিলাদুন্নবী (দ.) সমস্ত হেরমাঈন শরীফাঈন বাসীসহ উদযাপন করেন, আমাদের জন্য এতটুকু দলীলই যথেষ্ঠ।" (আশমাম-ই-এমদাদিয়া-৪৭ পৃষ্ঠা)
শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদী লিখেছে " কট্টর কাফির আবু লাহাব নবীজীর বেলাদতের খুশীতে তার ক্রীতাদাসী সুয়াইবাকে মুক্তি দেয়ার ফলে প্রতি সোমবার (মিলাদ শরীফের দিন) কবরে শান্তিদায়ক

পানীয় পান করার সুযোগ পায়, সুতরাং ঐ একাত্ববাদী মুসলমানদের কী অবস্থা হবে (অর্থাৎ সে কী কী নিয়ামত লাভ করবে) যে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খুশী উদযাপন করবে। (সূত্র ঃ মুখতাসার সীরাতুর রাসূল-১৩পৃষ্ঠা)
অথচ বাংলাদেশসহ বিশ্বের মধ্যে মুনাফিক, বাতিল আকিদা সম্পন্ন এক শ্রেণীর তথাকথিত মুসলমানের দৃষ্টিতে "মিলাদ" বলে কিছু নেই। যারা মিলাদুন্নবী পালন করে তারা নাকি বেদয়াতী। অথচ তাদের আকিদা অনুযায়ী তাদের কথা বর্জনীয়। কারণ প্রশংসা করে তাদের মওলভী আশরাফ আলী থানবী পর্যন্ত বলেছে-" ১২ই রবিউল আউয়াল" মিলাদুন্নবী হবার উপর প্রাচীন ও আধুনিক উভয় যুগের মক্কাবাসী ঐকমত্য পোষণ করে থাকেন। এ তারিখেই হুজুরের বেলাদতের পবিত্র স্থানে হাজির হয়ে মিলাদ শরীফ উদযাপনের নিয়ম প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে" সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফ-ই-হল পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের দিন।

সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বৈপ্লবিক ভূমিকা

মোহাম্মদ সলিম উল্লাহ রেজভী

বিমোহিত কবির বৈপ্লবিক ঘোষণাঃ-
" সিয়া জুলমতে সে দিন ধরণী হয়েছিল ভরপুর
বনী আদমের নয়ন সম্মুখে ছিল না পথের দিশা
হেনকালে এলে উজলী নিখিল তুমি জান্নাতী নূর।"

মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবীর বেলাদত তথা ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) এর ভূমিকা এক বাস্তব ও প্রভু স্বীকৃত বিষয়। তাঁর আগমনে পান্থশালা পৃথিবীর সকল কিছু নতুন আঙ্গিকে সজ্জিত হয়। তাছাড়া বিশ্বের প্রতিটি জাতির একটি নিজস্ব ও সর্বসম্মত সংস্কৃতি রয়েছে। যেহেতু ঈষঃৎব রং ঃযব সরৎৎড়ৎ ড়ভ ধ ঘধঃরড়হ. সুতরাং সাংস্কৃতিক দিক জাতির সর্বক্ষেত্রে প্রধান আলোচিত বিষয়। সেহেতু এই সংস্কৃতি যাতে মানব গড়া ও অপসংস্কৃতি না হয়ে সাবলীল, সুন্দর ও মননশীল হয় সেজন্য মহান রব তাঁর প্রিয় নবী (দ.) কে এই ধরাধমে প্রেরণ করে ঘুণে ধরা আরব তথা বিশ্ব সাংস্কৃতিক দিককে এ অবয়ব দান করেছে। এ প্রসঙ্গে রবের অমিয় ঘোষণা
এরই প্রেক্ষিতে নূর নবীর আগমন তথা জস্‌নে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বয়ে এনেছে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন।

ইসলাম বনাম জাহেলী যুগঃ-

জাহেলী যুগের প্রতিটি দিকের অবস্থা ছিল খুবই নাজুক ও ন্যাক্কার জনক। বিশেষ করে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনে নেমে এসেছিল নানা রকম অপসংস্কৃতি ও অপকর্মের এক ভয়ংকর অবস্থা। বিবেকহারা জাহেলী গোষ্ঠি অসহনশীল পরিবেশে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ছিল প্রচন্ড ভাবে অবহেলিত। কিন্তু তাদের এই নাজুক পরিস্থিতিতে বিশ্বের অপরূপ দৃশ্যের প্রবর্তক ও বাহক হযরত মুহাম্মদ (দ.) আরব ভূখন্ডে এসে তাদের সে অপসংস্কৃতির চর্চাকে চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে ঘোষণা দেন। তথাপি সে যুগে এমন কত গুলো সাংস্কৃতিক দিক ছিল যে গুলোকে নবীজি (দ.) রিসালতের সূত্র প্রয়োগ করে ঢেলে সাজিয়েছেন এবং পালনের জোর তাগিদ দিয়েছেন। নিবে এমক কতেক সাংস্কৃতিক দিক উল্লোখ পূর্বক সেগুলোর স্বরুপ উম্মোচন করা হল।

*** সাহিত্য চর্চার আয়োজনঃ-**

তৎকালীন আরবে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের নিয়ে সাহিত্য চর্চার আসর হত। তন্মধ্যে তাকিব গোত্রের খালান ইবনে সালামের নাম বিশেষভাবে উল্লোখযোগ্য। যিনি প্রতি সপ্তায় সাহিত্য চর্চার আসরের আয়োজন করতেন। কিন্তু সে সাহিত্য চর্চার বিষয় ছিল নানা রকম অপসংস্কৃতি ও নীতি গর্হিত। যেমনঃ- বংশ গৌরব, নারী প্রেম ও যৌন বিষয়ক। কিন্তু ইসলাম তথা নবী (দ. এসে সে আসরকে হেয় করেননি বরং সাজিয়েছেন নতুন আঙ্গিকে। সাহাবীরা দরবারে রেসালতে বসে সাহিত্য চর্চার মগ্ন থেকে দিনাতিপাত করতেন। যেমন আসহাবে সুফফার ৭০জন বলিষ্ঠ ও প্রখর

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

জ্ঞানের অধিকারী সাহবীয়ে রাসূল (দ.)। তাছাড়া বর্তমানে সে সূত্রের ধারাবাহিকতায় আজও বিভিন্ন মাদ্‌রাসায়, প্রতিষ্ঠানে ও নানা রকম সংস্থার উদ্যোগে এরকম আসরের আয়োজন হয়ে থাকে।

গীতিকাব্যের আসরঃ-

আরব সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন আরবী গীতিকাব্য তথা কাসিদা সমসাময়িক কালের ইতিহাসে অতুলনীয় সম্পদ। ৫২২ খ্রিঃ হতে ৬২২ খ্রিঃ পর্যন্ত এরই প্রচলন ছিল। সে সময়কাল কবিতা রচনার সাবলিল গতিও স্বচ্ছ বাক্য বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য থাকলেও এর বিষয় বস্তু ছিল অমার্জিত ও অরুচিপূর্ণ। সুস্থ মস্তিস্কের অধিকারী কো মানুষ তা গ্রহণ করতে পারবেনা। তবে সে সময়ে সাজা বা মিলযুক্ত কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। কোরআনে এ ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তেমনি ইসলামী যুগেও এর প্রচলন হয়। এমনকি নবীজি স্বয়ং হযরত যায়েদ ইবনে সাবিতের জন্য মসজিদে নববীতে কবিতা পাঠের জন্য মিম্বর তৈরি করেছেন। এছাড়া অনেকে সুস্থ পরিবেশের কবিতা রচনা করে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন। যেমন কা'ব বিন জুহাইর।

উকাযের সাহিত্য মেলাঃ-

প্রাক ইসলামী যুগে আরবদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বাগ্মিতা। তারা মক্কার অদূরে উকাযে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করত। যেখানে ৭জন বিখ্যাত কবির কবিতা বাচাই করা হত যা সবয়ে মুয়াল্লাকা হিসেবে পরিচিত। কিন্তু সে আসরটি ছিল অপসংস্কৃতির ভরপুর। ইসলাম এসে শিক্ষা দিলেন এমন কবিতা রচনা তথা যে কোন আসর হওয়া চাই যা মানস পটে সুন্দর চরিত্রের চিত্র অংকন করে। বর্তমান বাংলাদেশ সহ বিশ্বের অনেক মুসলিম রাষ্ট্রে এরকম নাত কেরাতের আসর বা প্রতিযোগিতা হয় যা কতইনা উৎকৃষ্ট উপমা।

শুধু তাই নয় মিলদুন্নবী (দ.) নবীর বেলাদত মানব জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ও আমূল পরিবর্তন এনেছে। মানব জীবনের জন্য থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি সংস্কৃতির বিষয়ে ইসলাম সুন্দর ও মননশীল দিক নির্দেশনা দিয়েছে। যা ব্যক্তিকে একজন সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মীতে পরিণত করে।

সুতরাং দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয় যে, নবীজির আগমন তথা ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) মানব জীবনের প্রতিটি দিককে এমনভাবে রুপায়িত করেছেন যার কারণে বিশ্বের সকল মনীষি ও পন্ডিতরা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ সেজন্য পাগল পারা কবি আত্মহারা হয়ে ঘোষণা করেন

" মা আমেনার কোলে এল কুল জাহানের নবী
নিখিল ভুবন ফিরে পেল তার হারানো ছবি"

ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা

মুহাম্মদ শফিউল আলম

বিশ্ব ব্রহ্মান্ড যখন অন্ধকারের মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছিল, মানুষ মূর্তিপূজায় নগ্ন হয়ে কাবা ঘর প্রদক্ষিণে মগ্ন , এমনই দুঃ সময়, ঘোর অমানিশায় অবস্থায় আলোর বর্তিা নিয়ে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে ১২ ই রবিউল আউয়াল আগমন করেছেন তিনি আর কেউ নন সেইত প্রানের নবী জগতের রহমত দোজাহানের কান্ডারী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

মিলাদুন্নবী কি ?

এই মিলাদুন্নবীর আভিধানিক বিশ্লেষণ করলে এর অর্থ দাড়ায় নবীর জন্ম দিন। তবে জন্ম দিন অর্থ নিলে এটা সঠিক অর্থে দাড়ায় না কারণ নবী তো দুনিয়াতে আসার আগে নবী ও নূর ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং ইরশাদ করেন كنت نبيا وادم بين الماء والطين অর্থ আদম আঃ যখন মাটি ও পানিতে মিশ্রিত অবস্থায় ছিল তখন আমি নবী ছিলাম। আরো ইরশাদ করেন كنت نورا بين يدي ربي قبل خلق ادم اربعة عشر الاف অর্থ আদম (আঃ) এর সৃষ্টির ১৪ হাজার বছর পূর্বে আমার প্রভুর সামনে আমি নুর অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু মিলাদের অর্থ আগমন নিলেই এর সঠিকতায় দাড়ায় কেননা কুরআনের আয়াতে কারীমা গুলো এর সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন يا ايهاالنبي انا ارسلناك شاهدا ومبشر اونذيرا الخ অর্থ হে নবী নিশ্চয়ই আমি আপনাকে স্বাক্ষদাতা ও সুসংবাদদাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী স্বরুপ প্রেরণ করেছি। (সুরা আহযাব ৪৪ নং আয়াত) আরো এসেছে هوالذي بعث في الامين رسولامنهم অর্থ ঐ সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মাঝে রাসূল প্রেরণ করেছেন যেন তাদের নিকট তার আয়াত সমূহ তিনি তেলাওয়াত করেন ও তাদের পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দান করেন। (সূরা জুমআ ২নং আয়াত) পরিভাষায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দিনে আগমন করেন সে দিন কে মিলাদুন্নবী বলে। নবীর আগমন সম্পর্কে অন্যান্য নবী ও রাসুলগণ তাদের উম্মত দের জানিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মীলাদুন্নবী পালন করেছেন কুরআনের ভাষায় ربنا وابعث فيهم رسولامنهم يتلوا عليهم اياتك الخ অর্থ হে আমাদের প্রভু আপনি তাদের মধ্যে তাদের থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করুন যিনি তাদের কে আপনার আয়াত তিলাওয়াত করে শুনাবেন (সুরা বাক্বারাহ আয়াত নং ১২৮) আর ঈদে মিলাদুন্নবী অর্থ হচ্ছে নবীর আগমনের আনন্দ। নবীর আগমনে আনন্দ প্রকাশ করা মুস্তাহাব। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ) তার কিতাব হুসনুল মাকছাদ ফি আমালিল মাওলিদে এ সম্পর্কে বর্ণনা করেন হাদীসে বর্ণিত আছে যে , নবুয়্যত প্রাপ্তির পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আকীকা নিজেই করেছেন এ হাদীস থেকে আমার কাছে আরো একটি বিষয় প্রকাশ পেয়েছে, যা ইমাম বায়হাকী হযরত আনাস রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, নবুয়ত প্রাপ্তির পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে নিজেই আকীকা করেছেন। এর সাথে এটাও বর্ণিত আছে যে হুজুর (দরুদ) এর দাদাজান আব্দুল মুত্তালিব তাঁর বেলায়তের সপ্তম দিনে আকীকা করেন। অথচ আকীকা দুবার করা হয়না। সুতরাং এটার সমন্বয় এভাবে হবে যে সেই কাজ যেটা হুজুর (দরূদ) নিজেই করেছেন ।সেটা ছিল তাঁর আগমন দিন এবং তাকে সমস্ত জগতের রহমত হিসাবে প্রেরণের জন্য শোকরানা প্রকাশ এবং তার উম্মতের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন । ব্যাপারটা এরকমই যেমন হুযুর (দরূদ) স্বয়ং স্বীয় সত্তার প্রতি (দরূদ) - সালাম প্রেরণ করলেন অতএব এটা আমাদের জন্য ও মুস্তাহাব যে শোকরিয়া জ্ঞাপন স্বরুপ হুযুর (দরূদ) এর মীলাদে মুসলমানদের সার্বজনীন সমাবেশ করা, খানা পিনার ব্যাবস্থা করা এবং এভাবে অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের মাধ্যমে আনন্দ আহলাদ প্রকাশ করা। ইমামুল কুরা হাফেজ শামসুদ্দীন আল জযরী (রহঃ) তাঁর "ওরফুত তারীফ বিল মওলেদ শরীফ" নামক কিতাবে উল্লেখ করেন - আবু লাহাব এর মৃত্যুর পর ওকে কোন এক নেক বান্দা স্বপ্নে দেখলেন ওকে জিজ্ঞাসা করা হল এখন তোমার কি অবস্থা ? সে বলল আগুনে জ্বলছি , তবে প্রতি সোমবার আমার শাস্তি কিছুটা কম করা হয় । স্বীয় অঙ্গুলীর দিকে ইশারা করে সে বললো প্রতি সোমবার আমার এ দুই আঙ্গুলের মাঝখান থেকে পানি বের হয়। সেটা আমি পান করি আমার এশাস্তি কম এ কারনে যে আমি ছুয়াইবাকে আযাদ করে দিয়েছিলাম যখন সে আমাকে মুহাম্মদ (দরূদ) এর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিল এবং ওকে দুধও পান করিয়েছিল, আবু লাহাব এর মত কট্টর কাফির এমন সুফল লাভ করে যার সম্পর্কে কুরআন মজীদে অভিশাপ নাযিল হয়েছে, এর পরও হুযুর(দরূদ) এর আগমনে আনন্দ প্রকাশ করায় সোমবার

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

রাত্রে ওর শান্তি লাঘব করে দেয়া হয় তাহলে যারা আল্লাহর একত্ববাদীতে বিশ্বাসী নবীর উম্মত যারা তার মীলাদে আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করেন এবং সাধ্যমত তার মুহাব্বতে দান করে তাদের কী অবস্থা হবে? আমার জীবনের কসম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের প্রতিফল দান করবেন এবং তার ফজল ও করমে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

নামাজ বিনষ্টকারী কর্ম হতে সাবধান!

নিশ্চয়ই নামাজ যাবতীয় অশ্লীল ও খারাপ কাজ হতে বিরত রাখে। "কুরআন"।

মুহাম্মদ সালাহ উদ্দীন

মহান রাব্বুল আলামীনের নির্দেশে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণে নামাজ আদায় করা বাঞ্চনীয়। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তোমরা নামাজ আদায় কর যেমনিভাবে আমাকে আদায় করতে দেখ। বর্তমানে অধিকাংশ মুসল্লি নামাজ আদায়ের নিয়ম কানুন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়।

অনেকেই প্যান্ট ও জামার আস্তিন উপরের দিকে গুচিয়ে নেয়। এ সম্পর্কে বুখারী শরীফে এ মাসয়ালার জন্য একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় নির্ধারণ করেছেন। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি এ অধ্যায়ে একখানা হাদীস শরীফ উদ্ধৃত করেছেন। عن ابن عباس رضي الله تعالي عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد علي سبعة اعظم لا اكف شعرا ولا ثوبا [বুখারী শরীফ খন্ড ১ম, পৃষ্ঠা ১১৩, মুসলিম শরীফ খন্ড ১ম, পৃষ্ঠা ১৯৩, তিরমিযী শরীফ, খন্ড ১ম, পৃষ্ঠা-৬৬] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত যে, হুজুর সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আমার উপর হুকুম হয়েছে যে, সাতখানা হাঁড়ের উপর সাজদাহ্ করার এবং এটাও হুকুম হয়েছে যে, কাপড় ও চুল না মোচড়ানোর। দূররে মুখতারে আছে وكره كفه اي رفعه ولولتراب كمشمر كم او ذيل-এবং এটার ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু লিখেন اي كما لو دخل فى الصلوة وهو مشمر كمه اوذيله واشار بذالك الى ان الكراهة لاتختص بالكف وهو فى الصلوو এবং কাফ্‌ফে সাওব মাকরুহ অর্থাৎ কাপড়কে উঠানো যদি ও কাপড় মাটি হতে বাঁচানোর জন্য হোক। যেমন আস্তিন এবং আচঁল মোচড়ানো। যদি এ অবস্থায় নামাযে প্রবেশ করে যে তার আস্তিন বা তার দামান মোচড়ানা ছিল তখন ও মাকরুহ। এবং এ কথা হতে ঐ কথার দিকে ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, এ মোচড়ানো নামাজ অবস্থার সাথে বিশেষভাবে নির্ধারিত নয়। চাই নামাজ শুরু হবার পূর্ব হতে বা নামাজের মধ্যখানে হোক সর্বাবস্থায় মাকরূহ। হাদীস'র ব্যাখ্যায় ফিকাহের উদ্ধৃতিতে প্রমাণিত হয় যে, কাপড় গুচিয়ে নামাজ মাকরূহে তাহরিমী হয় যা পুনরায় আদায় করা ওয়াজীব। সুতরাং প্রত্যেক মুসল্লিদের উচিৎ এ দিকে দৃষ্টিপাত করা এবং সুন্নী আলেমের নিকট হতে এ বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নেয়া। যাতে করে নিজের নামাজকে বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়। আল্লাহ সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

প্রশংসা

মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী

আলহামদু রবে রবে, ডাকি গো তোমায়
মহা জগত সৃষ্টি করেছ আপন কৃপায়।
খালাকতুল জিন্নাহ, ওয়াল ইনসা ইবাদতের তরে
শয়তান প্রকাশ্য শত্রু বলিয়াছ পরে।
সৃজিয়া আদম রুপে,রাখলে জান্নাতে-
ইবাদত করিতে বুঝি পাঠালে এই ধরাতে।
ক্ষমার ধার খুলিয়া রেখেছ প্রকাশিতে দয়া-
সত্য সঠিক পথ দেখিয়ে করেছ বড় মায়া।
আকাশ দিয়েছ, চন্দ্র সূর্য দেখিতে সুন্দর ভুবন-
মেঘ বৃষ্টি আহার দিয়াছ গড়তে এ জীবন।
কি মহান কুদরতে সৃষ্টি করেছ, অনু পরমাণু
সাগরের তলদেশে ঝিনুকের মাঝে মণি মুক্তা সাজানো।

শাফায়াতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে সৃষ্টি করে আশরাফুল মাখলুক্বাত বানিয়ে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য, আল্লাহ তায়ালা বলেন "আমি মানুষ এবং জীন জাতিকে সৃষ্টি করেছি ইবাদতের জন্য" মহান আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার বান্দরদের কাছ থেকে তাদের আমলের হিসাব। নেবেন যা তারা সচোক্ষে দেখতে পাবে। আল্লাহ পাক এরশান ফরমান "সুতরাং কেউ অনুপরিমান ভালো কাজ করলে তা সে দেখতে পারে, আর কেউ অনুপরিমাণ খারাপ করলে তাও সে দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল আয়াত ৭-৮)

আর প্রত্যেককে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের আমল অনুযায়ী প্রদান করবেন জান্নাত ও জাহান্নাম। সেই সংকটময় দিনে পাপীদের জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচানোর জন্য যিনি সর্বপ্রথম এগিয়ে আসবেন তিনি হলেন শাফিয়ে মুযনাবিন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলে খোদা সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুপারিশে তাঁর গানাহগার উম্মতরা জাহান্নামের আযাব থেকে নাযাত পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ পাক শাফায়েত সম্পর্কে এরশাদ করছেন "যাকে অনুমতি দেওয়া হয়, সে ব্যতীত কারো সুপারিশ তাঁর (আল্লাহর)নিকট ফলসৃত হবে না। (সূরা সাবা, আয়াত ৩-২৩)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেছেন "আকাশে কত ফেরেশতা রয়েছে! তাদের কোন সুপারিশ ফলসৃত হবে না, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে সাফায়াতের অনুমতি না দেন। (সূরা-নাজম, আয়াত-২৬)

অন্যত্র আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান "দয়াময় আল্লাহ তায়ালা যাকে অনুমতি দিবেন এবং যার কথা তিনি পছন্দ করবেন, সে ব্যতীত কারো সুপারিশ কোন কাজে আসবে না।" (সূরা-ত্বোহা, আয়াত-১০৯)

অন্যত্র আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন "যে দয়াময়ের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত অন্য কারো সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবেনা।" উল্লিখিত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন তিনিই শাফাত করতে পারবে, যদি প্রশ্ন করেন কাকে আল্লাহ তায়ালা শাফায়াতের অনুমতি দিবেন? তাহলে প্রিয়তম রাসূল সাল্লাহু আলাইহি এর জবাব শুনুন "কিয়ামতের দিন তিন প্রকারের লোক শাফায়াত করবেন, এক. আম্বিয়ায়ে কেরাম, দুই উলামায়েকেরাম, তিন. শোহাদাইকেরাম।"

অন্যত্র রাসূলে পাক ইরশাদ করেছে "রাসূলে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন প্রত্যেক নবীর জন্য এমন এক মকবুল দু'আর প্রতি রয়েছে যাদ্বারা তাঁরা দু'আ করতেন, আমি আমার সে বিশেষ দু'আর আধিকারটি ক্বিয়ামতের দিন আমার গুনাহগার উম্মতের শাফায়াতের জন্য আমানত রেখে দিয়েছি। (বুখারী)

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এমন অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে যাদ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রতীয়মান হয় যে এমন সব পাপী তাপী উম্মতের জন্যেই রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়েত প্রযোজ্য হবে। তাই কবি বলেছেন- "তিনিই আল্লাহর সেই হাবীব, যাবতীয় সংকটকালে যার সুপারিশ প্রত্যাশা করা যায়।"

যেহেতু কুরআন ও হাদীসে দ্বারা শাফায়াতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম কে বিশ্বাশ করেনা। তাদের এই আবিদা ভ্রান্তি আকিদা, কারণ ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা (র.) তাঁর রচয়িত " কিতাবে বলেছেন "নবীগণের শাফায়াত সত্য গুনাহগার মুমিনগণ এবং তাদের মধ্যকার কবীরা গুনাহের অধিকারীগণ যাদের জাহান্নামের শাস্তি অনিবার্য হয়েগেছে, তাদের জন্য কিয়ামতের দিন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শাফায়েত ও সত্য।"এর একটি নির্ভরযোগ্য ইমাম আল হানাফী বিরচিত "শরহুল আকীদাতিত তাহাবিয়্যাহ" কিতাবে বর্ণিত আছে- "তিনি তাদের উম্মতের জন্য যে শাফাআত সংরক্ষণ করে রেখেছেন, যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে তা সত্য।" তাই শাফায়াতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য এবং এর উপর ঈমান আনা আমাদের ওয়াজিব, কারণ আমাদের আকীদা না হলে আমাদের নামাজ রোজা, হজ্ব, যাকাত কোন আমলই কবুল হবে না।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

কুরআন ও হাদীসের আলোকে .....

পবিত্র ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী (দঃ) উদ্‌যাপন ও জশনে জুলুছ .....

অদ্বিতীয়, অতুলনীয়, পূতঃপবিত্র মহান আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়। সকল প্রশংসা মহান রব আল্লাহরই জন্য। আর অসংখ্য, অজস্র দরূদ ও সালাম হাদিয়া উপহার তাঁর হাবিবে পাক রহমাতুললিল আলামীন (দঃ) এর (উপর) শাহী দরবারে।

অবতারণা ঃ এদেশে যখন কোন কোন মহল ধর্মীয় অঙ্গনে পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন মোর্চা গঠন করে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছিল, তখনই (১৯৭৬) সালে মহান মনীষী যুগশ্রেষ্ঠ অলী ও জামানার গাউছ আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বিশ্ব মানবতার অগ্রদূত প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর শুভাগমন উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রবর্তক রূপে জশ্‌নে জুলুসে ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী (দঃ) উদ্‌যাপন করেন, যা সর্বস্তরের সুন্নি জনতাকে উদ্বেলিত করে তোলে এবং যা পরবর্তীতে ধারাবাহিকতার সাথে পালন হয়ে আসছে।

নিম্নে কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলোচনা পূর্বক প্রমাণ তুলে ধরা হলো ঃ-

পবিত্র কুরআনের আলোকে পবিত্র জশনে জুলুছ ঃ কুল কায়েনাতের জন্য রহমত দয়া ও কৃপা বিতরণ কারীরূপে প্রেরিত রাসূল রাহমাতুল্লীল আলামীন হুজুর পুরনুর (দঃ) এর শুভাগমন উপলক্ষে খুশি উদ্‌যাপন করার নিমিত্বে আনন্দ মিছিল বের করা,আনন্দ উৎসব করা র‍্যালি বের করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিকিরের মাধ্যমে তথা পবিত্র জশ্‌নে জুলুছে ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী (দঃ) পালন করা সহ যাবতীয় সকল বৈধ খুশী প্রকাশ করার জন্য রাব্বুল আলামীন ইরশাদ ফরমান

অর্থাৎ , হে হাবীব (দঃ) আপনি বলেদিন - আল্লাহর "অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত" প্রাপ্তিতে তাদের (মানবজাতির) খুশি উদ্‌যাপন করা উচিৎ! আর আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ ও নেয়ামতের মধ্যে রাসূল (দঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত ও অনুগ্রহ। [দেখুন সুরা - ইউনুস ৫৮নং আয়াত রুহুল মায়ানী]

পবিত্র হাদীসে পাকের ঘোষণা ঃ প্রিয় নবী (দঃ) নিজেই তাঁর শুভ মিলাদ, শুভ জন্ম দিবসে শুকরিয়া স্বরূপ রোযা রাখার মাধ্যমে খুশি উদ্‌যাপন করেছেন। মুহাদ্দিসকুল শিরোমনি ইমাম মুসলিম (রাঃ) বর্ণনা করেন -

অর্থাৎ, হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত- রাসূল (দঃ) কে সোমবার রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করা হলে রাসূল (দঃ) ইরশাদ ফরমান - এটা এমন একদিন, যে দিন পৃথিবীতে আমার শুভাগমন, শুভ আবির্ভাব হয়েছে এবং ঐ দিনেই আমি নবী (দঃ) এর উপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়েছে। তাই আমি প্রতি সোমবার রোযা পালনের মাধ্যমে পূতঃপবিত্র আনন্দময় এ নির্মল খুশি উদ্‌যাপন করে থাকি। [দেখুন সহীহ মুসলিম শরীফ - ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং - ৩৬৮]

পরিশেষে আরজ ঃ উপরিউক্ত আলোচনা হতে বোঝা যায় যে, ঈদে মিলাদুন্নবী ও জশনে জুলুস পালন করা বৈধ। উক্ত সুন্দরতম আমল বা কাজ ও অতীব বরকতময়, সমৃদ্ধ এবং পূর্ণময় সওয়াবের কাজ। এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করার কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে উক্ত আমল করার তৌফিক দান করুন।

.....আমীন

লেখক - মোহাম্মদ বোরহান উদ্দীন

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

"আল-ইহসান" প্রকাশনীর পরিচিতি

যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে ভিন্ন ধারা সৃষ্টির প্রয়াসে আত্মপ্রকাশ হয় "আল-ইহসান" প্রকাশনী সংস্থা। ২০১০ সালের জানুয়ারী মাসে গঠিত হওয়ার পর "আল-ইহসান" এর পক্ষ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ফাযিল ২য় বর্ষের জন্য চূড়ান্ত সাজেশাস। অদূর ভবিষ্যতে এ প্রকাশনীর লক্ষ্য সুন্নিয়ত ভিত্তিক বাস্তবসম্মত যুগোপযোগী প্রকাশনা উপহার দেয়া। এ প্রকাশনীর সাথে যাঁরা জড়িত তাদের নাম নিম্নরূপ –

- মুহাম্মদ গাউসুল হক রেজভী
- মুহাম্মদ হাসান মঈনুদ্দীন
- মুহাম্মদ কামাল হোসাইন সিদ্দীকী
- মুহাম্মদ সালাউদ্দীন
- মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম
- মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী
- সৈয়্যদ মুহাম্মদ হাসান
- মুহাম্মদ গিয়াসউদ্দীন
- মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন
- হাসনাঈন আহমদ
- মুহাম্মদ শফিউল আলম
- মুহাম্মদ শিহাবউদ্দীন রেজা
- মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন জাবেদ
- মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন
- মুহাম্মদ ফখরুদ্দীন
- মুহাম্মদ মোস্তফা মুবাশ্শির
- সৈয়্যদ আহমদ রেযা
- মুহাম্মদ সলিম উল্যাহ রেজভী
- মুহাম্মদ রিদওয়ান
- মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন

সুখবর!!! **সুখবর!!!** **সুখবর!!!**

কুষ্টিয়া ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাযিল (বি,এ) প্রথম বর্ষ ও ফাযিল (বি, এ) ২য় বর্ষের ২০১০ সালের সকল বিভাগের পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রকাশিত হয়েছে -

"আল-ইহসান" ফাযিল চূড়ান্ত সাজেশান্স

পরীক্ষা শুরু ঃ ২০শে মে, ২০১০ সাল

যাঁরা কপি পেতে চান তারা আন্দরকিল্লায় লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। আর যাঁরা জামেয়া থেকে সরাসরি পেতে চান তারা **যোগাযোগ করুন -**

- মুহাম্মদ গাউসুল হক রেজভী; ----০১৮২০-০৩৩৩৭৯
- মুহাম্মদ হাসান মঈনুদ্দীন; --------০১৮১১-১৪৮৯০৩
- মুহাম্মদ কামাল হোসাইন সিদ্দীকী; -০১৮১৮-৫৫৯০৬১
- মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম; --------০১৮১৯-৩৬৮৯৮৫
- মুহাম্মদ শফিউল আলম; ---০১৯১৮-৬৯০৯৫৯
- মুহাম্মদ শিহাবউদ্দীন রেজা; ০১৮১৮-৩৯৭৫৮৮
- মুহাম্মদ সালাউদ্দীন; -------০১৮২৪-৯৩২৬৫২
- মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন; ----০১৮১৬-৬৯৩০৬৫